গৌতম মুখোপাধ্যায়

সূচি

আলো-স্বপ্ন কালো	৮
আধপোড়া কবিতা	৯
আকরিক	১১
ঘুঘুর ভিটে	১২
এক পাহাড়ের গল্প	১৪
একটা পরিশ্রুত স্বপ্ন	১৭
আমিই চার্বাক	১৯
রূপোগাছি	২০
হলদে বায়োডাটা	২১
দাঁতজন্ম	২২
আগুন বহমান	২৩
উন্মাদের মডেল কবিতা	২৪
ডান গালে সূর্য	২৫
হিজড়ে নাচের ইতিকথা	২৬
দেখা দিন, না-দেখা দিন	২৭
শুনুন ধর্মাবতার	২৮
আমি পাশ ফিরে শুলাম	২৯
ঘুম লিরিক	৩০
গেঞ্জি পর রাজা	৩১
চালচিত্র	৩২
যুধিষ্ঠিরের কুকুর	৩৩
এবং মানুষ	৩৪
তারপর কুরুক্ষেত্র	৩৫
পায়ের নীচে বৃষ্টি	৩৬
শুধু আপনাদের জন্য	৩৮
যেমন সত্য....	৪১
মধ্যরাতের কোলাজ	৪২
বৃষ্টি ভেজা চাল	৪৩
কেষ্ট বলে ডাকে সবাই	৪৪
অন্ধ বিশ্বাস	৪৬
বিজ্ঞাপনের মেয়ে	৪৭
কুমন্তর	৪৮
খোঁজ	৪৯

এক কোপেতে কচুগাছের ঝাড়
দুই কোপেতে মেরুদন্ডের হাড়
ভাতে মাখি আস্ত কচুপোড়া।

কোমর থেকে আলগা করি রশি
চতুরঙ্গ সাজিয়ে নিয়ে বসি
আমার বাজি আড়াই চালের ঘোড়া।

কিস্তি খেয়ে ন্যাকাবোকা সাজা
সমাজটাকে তেল-আগুনে ভাজা
এমনি করেই দিন সেয়ানার কাটে।

ঠোঙার ভিতর নেতিয়ে যাওয়া মুড়ি
সেন্টিমেন্টে কেউ দিলে সুড়সুড়ি
ঘাপটি মেরে থাকব শুয়ে খাটে।

আলো-স্বপ্ন কালো

এত কালো, এত কালো যদি পৃথিবীর বুকে ভাসে,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে?
এত স্বপ্ন যদি ঘুমের ছায়ায় আসে
এত তারা যদি আকাশের গায়ে ভাসে,
এত সুর যদি কণ্ঠেতে ফিরে আসে,
এত প্রজাপতি যদি ফুলের কথায় হাসে,
এত রঙ, এত রঙ যদি পৃথিবীর বুকে ভাসে,
তবু এত কালো, এত কালো কোথা থেকে আসে?

যদি দখিনা বাতাস চুপিচুপি থেমে যায়,
যদি শিশিরের ফোঁটা মাটির বুকেতে মিশে যায়,
যদি দিক্‌হারা বক ক্লান্ত পাখায় ফিরে যায়,
যদি এত সুর তার স্বরলিপি ভুলে যায়,
যদি এত তারা জ্বলে জ্বলে নিবে যায়;
এত কালো, এত কালো যদি পৃথিবীতে ছেয়ে যায়,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে?

এত কথা যদি মনের গোপনে পায় স্থান,
এত ভালোবাসা যদি ভেঙে দেয় অভিমান,
এত অপমান যদি পায় তার প্রতিদান,
এত অশ্রুতে যদি দু-চোখেতে ডাকে বান
যদি এত পাখি ভুলে যায় কুহুতান,
যদি শিশুর স্বপ্নে জেগে ওঠে শয়তান
যদি এত ব্যথা, এত ব্যথা পৃথিবীতে ছেয়ে যায়,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে!

আধপোড়া কবিতা

আমি বিভ্রান্ত—
ছপ্‌ছপ্‌ উজান বাওয়া দাঁড়
শরবন আর সবুজ শ্যাওলার
প্রত্যাখ্যান। পিছিয়ে পড়া আর
না-পারার অট্টহাসি।
এগিয়ে গেছ তুমি ।
বাস্তব আজ বিবর্ধিত,
নাকি সংকুচিত আমি ।

অভিমান মানেহীন
অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে
ঘোলা হয়ে গেল।
শুধু কঙ্কালের প্রতিশব্দে ভরা
প্রাণহীন শূন্যতা,
করোটির আকর্ণ হাসিতে
কবিতার প্রেতসত্বা
কুণ্ঠিত আমি।

ছানিপড়া আতসকাঁচের নিচে
কেন্দ্রীভূত সূর্য,
চিৎ হয়ে পড়ে থাকা
মরা ব্যাঙের মত সাদা—
নিরুত্তাপ ফাতনার মত।

কত জল—অনেক— !
এক বাঁও.....দুই বাঁও.....তিন বাঁও
পানকৌড়ির ফুসফুস ক্লান্ত।
সৃষ্টিহীন প্রসঙ্গ, অতৃপ্ত, বিরক্ত।
ভেসে যাওয়া আধপোড়া শ্মশানের কাঠে
আমার অনুরণিত কবিতার নাভিমূল, অক্ষত।
উজ্জীবিত আমি, স্পর্ধিত।।

আকরিক

সুকান্ত থেকে সুনীল
বায়রন থেকে শেলি
শাস্ত্র থেকে কাস্ত্রো
কেউ লেখেনি আমাদের কথা।

ভাগ্য থেকে ভগবান
হরপ্পা থেকে সভ্য রোম
সিজার থেকে সিকান্দার
কেউ দেখায়নি আমাদের
গলি থেকে রাজপথ।

জিয়ল মাছের মত
কাদায় মুখ গুঁজে বাঁচা
পিঠে কালচে শ্যাওলার ছোপ
কেউ দেয়নি আমাদের
এক আজ্‌লা ঘোলা জল।

হৃদয়টা পুড়ছে তাই
আকরিক ভালোবাসা
বয়লারে ঢালো
রসায়ন ঘেঁটে খোঁজ
জৈব প্রেমের অণু ।

অর্ধেক চাঁদে রাহুর কামড়
কলঙ্ক নিয়েছে চেটে, বুভুক্ষু
কোথায় খুঁজতে যাচ্ছ
রাহুর কবন্ধ দেহ!

ঘুঘুর ভিটে

এখানে পৃথিবী এখনো অসমান
এখানে জন্মলগ্ন আজও গোত্রহীন।
এখানে ভিটেতে ঘুঘুর কোলাহল
এখানে ল্যাম্পপোস্ট, প্রতীক্ষার দিন।

এখনো করুক্ষেত্র আবৃত এখানে
এখনো ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ—এখানে,
এখনো কুরুপিতা দেখেনি দিনের আলো
এখনো আর্জুনীর মৃত্যু এখানে।

এখানে ঝড়ের এককে এক দীর্ঘশ্বাস
এখানে সাগর শুধু অশান্ত বিক্ষোভ,
এখানে গান্ডীব, ছিলা ছেঁড়া অক্ষম
এখানে পাঞ্চ জন্য গান্ধারীর রোদন।

এখনো কৌরবী বিধবা এখানে
এখনো লাঙলে ওঠে কৌরবের হাড়,
এখনো যুদ্ধ জেতেনি পান্ডব
এখনো চক্রব্যূহ রচিত এখানে।

এখনো রাজা আসে, এখনো রাজা যায়
চোখেতে বাঁধা থাকে এখনো কাপড়,
এখনো প্রতিবাদী এখানে যৌবন
এখনো মোড়ে মোড়ে শহিদের বেদী।

এখানে ট্রেনে বাসে এখানে ফুটপাতে
এখানে পিতামহ এখনো শরাহত,
এখানে পাশার চালে শকুনি এখনো
এখানে পার্থ আজ সারথি বিহীন।

এখানে বলরাম এখনো ধরে হাল
এখানে যদুকুল এখনো উদ্ধত,
এখানে দ্রৌপদী আজও বস্ত্রহীন
এখনো রথের চাকা মাটিতে প্রোথিত।।

এক পাহাড়ের গল্প

একটা শিশু বলল আমায়
ডেকে আতুরঘরে
পুরুষ হয়ে জন্ম নিলাম
খুঁজো আমায়
পঁচিশ বছর পরে।
আমি বললাম
কেমন করে খুঁজবো তোমায়
এই দুনিয়ায়!
কেমন করে চিনব সেদিন
এত জনের ভিড়ে?
মিষ্টি হেসে বলল শিশু
—বলল পুরুষ
খুঁজো আমায়
পঁচিশ বছর পরে।

পঁচিশ বছর পরে
পলাশ ফুলের গাছটা যখন
মেঘকে ছোঁয়ার ছলে
ডালগুলি তার শূন্যে মেলে দিল—
মনে পড়ে!
ছোট্টবেলায় তার চারিধার
বেড়ায় ঘেরা ছিল?
ছাগলশিশু মুখ বাড়িয়ে
দেখত ঘুরে ঘুরে
গাছটা তখন বেড়ার আতুরঘরে।

পচিশ বছর পর
খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলাম
পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ মানুষ
ঘুমিয়ে আছে সেই গাছেরই নিচে।
দুই কাঁধেতে জোয়াল টানার দাগ
হাতের তালু রুক্ষতাকে খোঁজে।
ডাকতে গিয়ে পিছিয়ে এলাম দূরে
কেমন করে বলব তারে
তুমিই কি সেই আতুরঘরের শিশু
খুঁজছি যারে পঁচিশ বছর পরে!

পলাশ গাছের আগুন ফুলের মাঝে
ঘর বেঁধেছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী,
উঁকি মেরে বলল আমায় ডেকে
খুঁজছ কাকে, খুঁজছ কাকে
খুঁজছ কাকে তুমি!

আমি বললেম
সেই শিশুটা
জন্মেছিল পুরুষ হয়ে
পঁচিশ বছর আগে
দেখেছিলাম আতুরঘরে
বলেছিল খুঁজতে তাকে
পঁচিশ বছর পরে।

ওই যে দূরে দেখছ নদী
ওকে আমি চিনি
ওই পাহাড়ের সঙ্গিনী ও
নামটি স্রোতস্বিনী।
ওই পাহাড়ের সাথেই থাকে
ওইখানেতে বাসা
এদিক ওদিক ক্ষেতের মাঝে
আছে যাওয়া আসা।
ওর সাথেতে পায়ে পায়ে ঐ পাহাড়ে যাও,
দেখো যদি পুরুষ তোমার খুঁজে সেথায় পাও।

গেলাম আমি
মেঘের মত এক সে পাহাড় ছিল,
রুক্ষ পাথর বোঝাই বুকের পরে
একটু দূরে ভাঙা চাতালখানা
আমায় যেন আসন পেতে দিল।
বলল পাহাড়
খুঁজছ কাকে কবি?
পঁচিশ বছর আগে আঁকা
কোন সে শিশুর ছবি?
আমিই তোমায় ডেকেছিলাম
আমার আতুরঘরে
আজকে তোমায় খুঁজে পেলাম
পঁচিশ বছর পরে।

পঁচিশ বছর পর
লিখব এবার—
লিখব এবার একটা পাতা
একটা কবিতার
লিখব এবার
একটা শিশুর আতুরঘরে বসে
পেলাম আমি একটা পাহাড়
একটা পুরুষ খুঁজতে এসে।।

একটা পরিশ্রুত স্বপ্ন

আমার ঘ্রাণে অবচেতনের গন্ধ
অবসাদের স্বাদ আমার কোষে
কোথাও কি অসম্পূর্ণ ছিল
আমার জন্মলগ্ন!
রাজপথে হেঁটে যাই
অনুভূতি যেন মেঠো পথ ধরে হাঁটা
পরিচিত কাউকে হঠাৎ
মুখোমুখি পেলে
যেচেগিয়ে বলি
'আমি ভালো আছি তোমার খবর বলো।'
হঠাৎ মনে হয়
সবাই দেখছে আমাকে
ফিস্‌ফিস্‌ করছে কানের কাছে
এখুনি যেন গোল হয়ে ঘিরে
তর্জনী তুলবে আমার দিকে—
'মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী'
হঠাৎ আকাশের কোণে দেখতে পাই
খসে পড়ছে একটা গ্রহ
হয়তো আমার জন্মরাশি থেকে।
কোথাও কি অসম্পূর্ণ ছিল
আমার কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথ!

ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার আগে
অনেকদিন থেকে ভেবেছিলাম
একটা পরিশ্রুত স্বপ্ন,
শক্ত মাটিতে শুয়ে
হয়তো আমিও পারতাম
একটু বড় হতে
আমার দিক্‌ভ্রষ্ট গ্রহগুলিকে
টেনে আনতে পারতাম
আমার কাঙ্খিত কক্ষপথে।
থাবা দিয়ে একমুঠো আকাশ
নিয়ে আসতাম তোমাদের সামনে
মাথা উঁচু করলে পেতাম হয়তো
এক টুকরো সূর্য—
আমার অবসন্ন নিউরোণগুলো
সেদিন চিৎকার করে বলতো
'আমি ভালো আছি, তোমার খবর বল।'
হাতের তালু মেলে
সূর্যকে দেখাতাম তার সাম্রাজ্য
আমার হাতের দ্বিমাত্রিক তলে
প্রদক্ষিণরত, উপবৃত্তাকারে।

আমিই চার্বাক

আমি চার্বাক
বার্তা পাঠাই প্রতিফলিত আলোর পথ ধরে,
বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, বৃদ্ধ আদমের কাছে
বিষ বৃক্ষের ঘন অরণ্যে পড়ে আছে সাপের কঙ্কাল,
ঝরনার জলে ইভের নিরাবরণ দেহ, প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন—
প্রতিবাদী থিম, আমার ক্যানভাসে।

আমি উদাসীন
তুমি কম্পিত, শকুনেরা জড়ো হয় মেঘের ছায়ায়;
সূর্যের আলোর রেখায় বিচ্যুতি, স্তব্ধ উত্তরায়ণ,
কুরুক্ষেত্রে শায়িত পিতামহ, ইচ্ছামৃত্যুর বাতিল প্রদর্শন—
আমি চার্বাক, ঘোষিত যুদ্ধ আমার ক্যানভাসে।

ব্রহ্মাস্ত্রেরপালকে মাখাই রঙ,
বহু লক্ষ মৃত্যুর নির্বাক প্রদর্শন, দেখাও বিশ্বরূপ,
বার্তা পাঠাই বহু আলোকবর্ষ দূরে,
রামধনুর ছিলা টানটান, ঊর্ধমুখী;
বিষবৃক্ষের কাঠে সজ্জিত চিতা, শেষ অধ্যায়—
আমার ক্যানভাসে নগ্ন ভগবান, শেষ শয্যায়।

রূপোগাছি

('স্বর্গ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পর')....

ত্রিমাত্রিক তলে ডিগবাজি খেতে খেতে
লক্ষ যোনির গহ্বর পেরিয়ে
হঠাৎ হব ভ্রূণ।
হাত পা গুটিয়ে পড়ে থাকা দশমাস
রেশমকীটের বিবর্ধিত সংস্করণ এবং পরিমার্জিত।
বাইরে সমাজটা ঘুরছে, কক্ষপথে গ্রহ,
আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে
ঝলসানো ট্রামের গায়ে।
ঋতুহীন জরায়ুতে দিনরাত এক, অনুভবহীন।
তারপর—
সমাজ থেকে একটু দূরে
স্বেচ্ছাসেবীদের স্কুলে পড়ি, সেলাই শিখি।
আমার কাছে চিঠি আসে, প্রযত্নে মায়ের নাম
ঠিকানা রূপোগাছি।
বন্ধ ঘরে মায়ের সাথে আর কেউ।
বাইরে আমি অন্ধকারের গর্ভে
আকাশে দেখি জারজ উল্কার দহন।

হলদে বায়োডাটা

সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি।
পুলিনের চায়ের দোকানে কেটলিতে জল ফোটে
পাঞ্জাবী গায়ে বাঁশের বেঞ্চি তে
আমি বসে থাকি, সস্তা সিগারেট ঠোঁটে,
সিগারেট ফোটে, আমার চিন্তায়।
ইচ্ছে করে লক্ষ্মী-পেঁচাকে কষে লাথি মারি;
হলুদ ঝোলে পাউরুটি চুবিয়ে খাই।
হলুদ বৃত্ত আমার চোখের চারপাশে
বটতলার হলুদ মলাটের বই-এর মত।
আঙুল চালিয়ে মাথার চুল ঠিক রাখি,
বিকালের ফ্যাকাসে হলুদ এখনও মরেনি।
পুলিন কয়লা চাপায় চায়ের উনোনেতে
বাঁশের বেঞ্চি টা নড়বড়ে
সারা মাসে সতেরো টাকার চা খেয়েছি ধারে।
রাজহাঁসের গলা টিপে ধরি,
খিস্তি দিয়ে বলি, যা পারিস করে নে।
সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি
এম-এ পাশ, বয়স সাতাশ
পুলিনের চায়ের দোকানে খুঁজো।।

দাঁতজন্ম

আমার শরীরে শীত
দেহ ঢেকে রাখি হলুদ চাদর দিয়ে
তীব্রতম শীত আসবে, কুয়াশা কেটে গেলে।
রোজই আয়নার সামনে দাঁড়াই, উলঙ্গ হয়ে,
পরিবর্তনের চিহ্ন খুঁজি উপত্যকায়, খাঁজে;
গাড়ো পাহাড়ের গ্রন্থি ঘিরে হর্মোনের চোরা স্রোত,
—তীব্রতম শীতের আগেই মাংসল হতে হবে আমায়।

মুখ টিপে হাসি
বত্রিশতম দাঁতের জন্ম হয়নি এখনও।
কচি ঘাস পাতা খেলাচ্ছল চিবোই—
মাড়ি চিরে দাঁতজন্মের লোভে।
এখনও চিবাইনি ছায়াপথের নরম আলো।

ঘরের মেঝেতে দাগ কেটে এক্কা-দোক্কা খেলি
পাকদন্ডী বেয়ে ওঠা পাহাড়ি ছাগলের মত সতর্ক
তারপর ঘেমে ওঠা শরীরটাতে
আবার বিবস্ত্র হবার আদিম ইচ্ছে জাগে।

হঠাৎ কন্‌কনে্ ঝোড়ো হাওয়ায় দরজার আগল ভাঙে
শরীরটা এলিয়ে দিই ঝড়ে, লন্ডভন্ড করি দেহ, পা থেকে মাথা,
আর আমার মাড়িতে জাগে হঠাৎ শিহরন
বত্রিশতম দাঁত জরায়ু ফাটিয়ে জাগছে।
তীব্রতম শীত আসার আগেই
আমার দেহ বেয়ে পিছলে নামছে এক হলুদ সরীসৃপ
যে আমার বুক থেকে চেটে নিয়েছে অযুত কুয়াশা।

আগুন বহমান

আগুন নিয়ে লিখব বলে ভেবেছিলাম সারা সকাল
আগুন নিয়ে লিখব বলে চায়ের কাপে সমুদ্র-লাল।
আগুন নিয়ে লিখব বলে রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি
আগুন নিয়ে লিখব বলে শ্মশান জুড়ে চিতার সারি।
আগুন নিয়ে লিখব বলে আকাশ-পাতাল চিন্তা ধু-ধু
বন্ধঘরে আগুন গায়ে বাইশ বছরের জ্বলছে বধূ।

টায়ার-জ্বলা গভীর রাতে মোবাইল ফোনের আর্তনাদে
ঘুম ভাঙে এক বেশ্যা নারীর—চল্ হোটেলে চল্—
মিছিল-মিটিং-শহিদ মিনার, রক্ত গরম স্লোগান-ব্যানার,
সিলিং ফ্যানে ঝুলছে শ্রমিক, ভাতের থালায় জল—
— চল ব্রিগেডে চল—
জ্ঞানের আগুন পিঠের উপর, বি-এ, বি-কম শিক্ষা টোপর,
সার্টিফিকেট জ্বলছে চুলায়, ভাত ফোটে টগ্‌বগ্—
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া, ওরে বিবি সরে দাঁড়া
ফুসফুসে তার জ্বলছে আগুন, ঘোড়া ছোটে টগ্‌বগ্।
—ভাত ফোটে টগ্‌বগ্ ।

উন্মাদের মডেল কবিতা

মডেল পাগলামি আমাকে গ্রাস করে,
নিভন্ত রোমের গলিতে ঘুরে বেড়াই,
আধপোড়া অন্তর্বাসে হোঁচট খেয়ে পড়ি;
সেখানে পোড়া কালো দেওয়ালে হেলান দিয়ে
একটা বুড়ো ভিক্ষা চায়
তার ভাঙা বেহালায় জড়িয়ে থাকে মাকড়শার জাল।

বুড়ো মাকড়শার চোখে ঘুম,
জালে লুটোপুটি খায় হ্যাজাকের আলো
আধখাওয়া বিড়ি আর রতিক্লান্ত পতঙ্গের দেহ।
গ্রামের ঢপ্‌যাত্রার আসরে গাঁজার ধোঁয়া
ফুসফুসের মৃত কোষগুলির সাথে ঢলাঢলি করে।
সিংহের বুকের তলায় নিষ্পেষিত হয় সার্কাসের মেয়েটা।

আর তখন শহরের কোনো ঢাকা নর্দমায় মেশে
এক কিশোরীর প্রথম ঋতুর রক্ত।
এই সময় খুচরো চুম্বন সেরে অনেকে সিগারেট ধরায়;
আর হোটেল, গণিকালয়, বস্তি, অট্টালিকায় শুরু হয়
পনেরটি বৈধ-অবৈধ সন্তান জন্মের প্রক্রিয়া।

ঠিক তখনই নিজের অদাহ্য নাভির ছাই ঝেড়ে ফেলে
উন্মাদরা কুড়িয়ে পায় কিছু মডেল কবিতা ঃ
‘এখানে কেঁদোনা, সমুদ্র নোনা হয়ে যাবে’
তাই ছবি আঁকে আর গল্প লেখে বিষণ্ণ রবীন্দ্রনাথ।।

ডান গালে সূর্য

এত ঈর্ষা কেন, এত আঘাত কেন!
একটু আবেগ দিয়ে চেটে দেখো আমাদের ঘাম,
ঢোলক বাজিয়ে কাপড় তোলা হিজড়ে নাচের মত
আমাদের ঘাম কখনো বাসি হয় না।
তবে কিসের অহংকার তোমার!
চক্‌চকে জুতোয় সূর্যের আলো পিছু হটে তার আপতিত পথে
যখন হেঁটেছ রৌদ্রে; তখন
মাঞ্জা দেওয়া জামা আর প্যান্টের নিচে
জন্ম নেয় দানা দানা ঘাম আর
ভিজে যায় বুকপকেটে রাখা সিগারেটের ঠোঙা।
তবে কিসের অহংকার তোমার, যখন
'ওরা' জড়ো করে ক্যাডবেরি আর কন্ডোমের খালি প্যাকেট
ট্যাক্সির বনেটের উপর বিছোয় লাল গামছা আর
স্নান সেরে সস্তার পাউডার বগলে মাখে রাতপরির দল,
তখন তুমি শ্যামবাজারের ট্রামলাইন ধরে হাঁটছ সূর্যকে ডান গালে রেখে
যেন শহরকে গিলতে আসা এক বিষাক্ত বাইপ্রোডাক্ট।

নিশ্চিন্তপুরের মাঠ ছাড়িয়ে ছুটছে অপু, তখন দুপুর,
জোয়ারের মুখে ডিঙির মুখ ঘুরিয়েছে ইন্দ্রনাথ
আর অবাক তারাকে পিছে ফেলে
এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে ছুটছে রানার—
'মাটি ভিজে গেছে ঘামে'
সেই টাটকা ঘামের পথ ধরে
তুমি তখন গ্রে স্ট্রিটের ফুটপাত ধরে হাঁটছ ।।

হিজড়ে নাচের ইতিকথা

অরণ্য, চিৎ হয়ে শুয়ে থাক আমার শহরে
কোকিল-শালিক-দোয়েলের বাসায় লাথি মেরে
তৈরি করব শকুনের হারেম
তোমার গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কামরসের গন্ধ
বয়ে নিয়ে যাবে বাতাস,
আর তোমার ঝরে পড়া পাতার নরম শয্যায়
উলঙ্গ নারীকে পাশে নিয়ে
একমনে লিখে যাব 'ধর্ষণের পূর্বে ও পরে'।

অরণ্য, তুমি বিবস্ত্র হও আমার শহরে,
রাষ্ট্রব্যবস্থা খোজা প্রহরী হয়ে ঝিমোবে তোমার দরজায়
আর বাইরে গণতন্ত্রের খোল বাজিয়ে লিঙ্গ খামচে ধরে
আমরা ব্যালট বাক্সের জরায়ুতে ঢেলে দেব মতামতের বীর্য
জন্ম নেবে ভারতবর্ষ প্রাইভেট লিমিটেড।

অরণ্য তুমি খণ্ডিত হও আমার শহরে
আমরা কাপড় তুলে হাততালি দেব শিশু গাছকে ঘিরে
আর সেখানে এক উলঙ্গ নারী অন্ধকারে
একমনে লিখে যাবে 'হিজড়ে নাচের ইতিকথা'।।

দেখা দিন, না-দেখা দিন

আমি এখনও নির্বাচিত করিনি তোমার দেহ,
এখনও ইঙ্গিত করিনি তোমাকে নগ্ন হবার,
এখনও অপেক্ষার অন্তর্বাস তোমার স্তনবৃন্ত ঘিরে—
এখনও নিষিক্ত হয়নি আমার নির্বাচিত ভ্রূণ।

খালাসিটোলায় দেশী মদের গেলাস এবং দেবদাস।
টেবিল জুড়ে সিগারেট আর সাম্যবাদের ছাই,
ফ্যাশান-প্যারেডে অ্যানিমিক যৌনতা চাটে নারীবাদী সমাজ,
একটা পাগল পেচ্ছাপ করে কলেজস্ট্রিটের মোড়ে।

রাস্তার কলে গা-খুলে স্নান করা মেয়ে
বুক আর পিঠে খামচানো ব্যবসার দাগ,
ধূসর ঠোঙায় মুড়ি খুঁটে খায় কন্ডোম-ফাটা ছেলে
সেখানে নাচেনি কোন হিজড়ে ভাঙা ফুটপাত জুড়ে।

মোষ-কালো রাতে লাশকাটা ঘরে আমি নির্বাচিত শব,
বুকের পাঁজরে বুলেটের সাথে নিষিদ্ধ ইস্তাহার,
কাল ছিল গণতন্ত্রের ঢেকুর তোলা ভোট!
একটা পাগল যাদুঘরে খোঁজে মৌলিক অধিকার।

শুনুন ধর্মাবতার

এবার বলতে হবে মেয়েটাকে
'ওরা' পাঁচজন বলে গেছে একটু আগেই
—ধর্মাবতার, আমরা নির্দোষ—
বলে গেছে ধর্মকে সাক্ষী রেখে।
এইবার বলছে মেয়েটা,
—ধর্মাবতার, সেদিন মাঝরাতে
দরজা ভেঙে ঢুকে ওরা পাঁচজন
আমার মুখ চেপে ধরেছিল
আমি অসহায়ভাবে শুধু বলতে চেয়েছিলাম
এভাবে হয় না
তোমরা একে একে এসো।
আমার বারো বছরের বোন তখন খাটের নিচে কাঁপছিল ভয়ে;
'ওরা' পাঁচজন
সকালে বাজারের মোড়ে সেদিন
ভোটের দেওয়াল লিখছিল
হাতে ছিল রঙ আর তুলি।
পুনশ্চ—
ধর্মাবতার, দু-দিন পরে পুলিশের কাছে প্রথম জানলাম
আমি নাকি নষ্ট মেয়ে!!

আমি পাশ ফিরে শুলাম

আরও একটা প্রতিবন্ধী দিনের ভোরে আমি পাশ ফিরে শুলাম;
খোসা ছাড়ানো লিচুর মত টস্‌টসে ভোর জাগছে।
বাঁচা-মরার নো-ম্যানস্‌ ল্যান্ডে আচ্ছন্ন প্রসূতির পাশে
কেউ ভুল করে রেখে গেছে এক দলা ভাত —
তুব আমি জাগব না, আমার খিদে পাবে।

যে নাবিকরা খিদেহীন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখত
তারা আজ ডাস্টবিন থেকে ভাত চেটে নেয় মাদি কুকুরের মত
অথবা ডুকরে কেঁদে ওঠে রাতের প্রতি প্রহরে
স্বপ্নের অনিবার্য প্রতারণায় ফুটপাতে আমার পাশে—
তবু আমি জাগব না এই প্রতিবন্ধী দিনের ভোরে।

টুথপেস্ট সকাল থেকে ধাতব পূর্ণিমায়
আর নিভু হ্যারিকেন-ভোর থেকে ফ্লুরোসেন্ট রাতে
বেওয়ারিশ প্রতিশ্রুতির বেসামাল ফেরিওয়ালা
তিনসত্যি বলে বিক্রি করে মিথ্যা স্বপ্নের লাশ—
তবু আমি জাগব না এই প্রতিশ্রুতির ভোরে।

তাহলে আমাকে বলতে হয় সেই ভোরের কথা
সেই ভোরে, ভিনদেশী জাহাজীর মুখে শোনা গেল
সমুদ্রে ভাসছে হাজার ইঁদুরের লাশ—
আর সেই এনামেল ভোরে এক শৈশব তখন
দুলে দুলে পড়ছে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প।।

ঘুম লিরিক

এখন আমার চোখে ঘুম আসে না
আকাশের চাঁদোয়ায় ঝুলে থেকে গায়-গায়
ছোট ছোট তারাগুলি আর হাসে না।
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি ফুটপাতেতে এসো,
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি ছেঁড়া কাঁথায় বোসো,
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি কাল যমুনার বে'
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি আলতা-সিঁদুর দে,
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি দুধ-মাখা-ভাত কই,
ঘুম কেড়েছে পেটের আগুন চোখে জল থৈ থৈ!

ঘুম ঘুম নিঃঝম্
কড়ি দিয়ে কিনি ঘুম
রাত জাগা পেঁচাগুলো আর ডাকে না।
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি ঘুমের দেখা নাই
শুকনো চুলায় পড়ে আছে কাঠ কয়লার ছাই,
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি শূন্য চালের থলি
কেমন হবে খুঁজি যদি নষ্ট মেয়ের গলি!
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি ঘুম যে বড় দামি
রাজার চোখে দাও ঢেলে ঘুম, থাকব জেগে আমি।।

গেঞ্জি পর রাজা

এসো, অভিনয় শেষ হয়ে গেছে
খুলে রাখো নকল উষ্ণীষ।
ঝল্‌মলে কিংখাব আর রাজপোষাকের প্রহর শেষ।
ছেঁড়া গেঞ্জির উপর পলেস্টারের শার্টটা চাপাও
আর দাঁতে বিড়ি চেপে ঘষে তুলে ফেল গালের রঙ;
তুমি নাকি রাজা সেজেছিলে!

এসো, বিষাদ আর হত্যার আরশিনগরে নিজেকে দেখ—
ঠিক যেমন পাঁঠার মুন্ডু অবসন্ন চোখে দেখে
নিজের ঝুলন্ত ধড় আর কসাইয়ের ছুরি।
রাস্তায় ক্রুদ্ধ সৈনিক আর মাতালের তাড়া খেয়ে
শহরের বাইরে শুয়োরের বাচ্চারা
দল বেঁধে খোঁজে জমাট রক্তের ডেলা আবর্জনার স্তূপে
আর ভিখারি মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু রাজপুত্র
চাটে রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘাম!

এসো অভিনয় শেষ হয়ে গেছে
এখন কৌণিক দৃষ্টিতে পরস্পরকে মাপি,
রক্ত, হারেম, ঘাম আর সূক্ষ্ম ভণিতার চারপেয়েতে বসে
তুমি নাকি রাজা সেজেছিলে!

চালচিত্র

প্রমান হিসাবে আছে ল্যাঙোট পরা ছবি, দু-হাতে মুগুর, কান ছোঁওয়া হাসি;
প্রমান হিসাবে আছে বুকে-পিঠে মাংসল সমুদ্রের ঢেউ পেশী!
প্রমান হিসাবে আছে ঘর ভরা দেবতার ছবি, মালা, ধূপকাঠি, তাজা ফুল;
দীক্ষা নিয়েছি—শুদ্ধচিত্ত, বেলপাতা, গঙ্গাজল আর কমন্ডুল!

শুধু কোন ধর্ষিতা মেয়েকে দেখলে, প্রমান আছে—
বীরের চোয়ালের পেশী শক্ত হয় না, উত্থিত হয় সাধুর লিঙ্গ!

ল্যাঙোটের উপর শাড়ি পড়ে চলো হারেম পাহারা দিই—

যুধিষ্ঠিরের কুকুর

প্রতিটি ভাটিখানার বাইরে থাকে যুধিষ্ঠিরের কুকর।

ভিতরে থাকে ঢিমে আলো, শালপাতা, খিস্তি আর কান্না;
ভিতরে থাকে পরকীয়া প্রেম, কবিতা, গোটানো আস্তিন;
ভিতরে থাকে মদ, জুয়া, ঝুঁকে পড়া মাথা আর যুধিষ্ঠির ।
তিনি শুধু জড়ানো গলায় বলছেন, অশ্বত্থামা হত—
তোমরা সবাই বলবে, ইতি গজ!

সাধু সাবধান—
বাইরে যম শালপাতা চাটছে!

এবং মানুষ

মমির জন্য পিরামিডে আছে মধ্যযুগীয় বাতাস।

কর্পোরেশানে আছে মদ্দা কুকুরের নির্বীজকরণ অভিযান।

পঞ্চাশ বছর পর—
আনন্দের তীব্রতম ঢেউ ওঠে বেশ্যাপল্লী জুড়ে।

তারপর কুরুক্ষেত্র

ডলার আর সোনালি গমের গন্ধে লিপস্টিক ঘন হয় আরও
দ্রুত হাতে খুলে ফেলে শাড়ি-সায়া-অন্তর্বাস,
বিশ্বায়নের নিলাম বাজারে নগ্ন হয় দ্রৌপদীর ‘মহাভারত’!

আরও একবার হাঁ কর কৃষ্ণ — বিশ্বরূপ দেখি!

পায়ের নীচে বৃষ্টি

হেঁটেছি, একদিন হেঁটেছি পথ অজগরের লেজ থেকে মাথা
সন্তর্পনে পা ফেলে, চকচকে আঁশ আঁকড়ে ধরে বৃষ্টি ভেজা
রাস্তার মত হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছি
দু'টো সম্মোহনী চোখের মাঝে। দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে
আড়াল করেছি ওর দৃষ্টি—সামনে আমার মনময়ূরী
নতুন বৃষ্টিতে পেখম মেলেছে। বৃষ্টি নেমেছে বনে,
বৃষ্টি নেমেছে পথে, বৃষ্টি নেমেছে অজগরের লেজ থেকে মাথা।
চেরা জিভের সামনে গরম নিঃশ্বাসে হলুদ হয়ে গেছে
বৃষ্টি ভেজা ঘাস, কচি পাতা, পাহাড়ি ছাগলের ছানা;
তখন আমি পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসছি পাথর
দূরের পাহাড় থেকে। আমি হেঁটেছি, একদিন হেঁটেছি পথ
অজগরের লেজ থেকে মাথা, যেখানে আমার মনময়ূরী
ভিজেছে নতুন বৃষ্টিতে ।

হাঁটতে হাঁটতে বৃষ্টির জলের পথ ধরে
আমি সামনে দেখি ভরা নদী। আমি তখন
দুমড়ে-মুচড়ে নৌকা হয়ে গেছি, আমার দুই গলুইয়ে
বসে রাম আর রহিম বৈঠা বাইছে পিছল নদীর শরীরে—
আমায় পিছনে ফেলে তখন এগিয়ে চলেছে বেহুলার ভেলা,
আমি নৌকার খোলস ছেড়ে রাম-রহিমকে জলে ফেলে দিয়ে
বিরাট ফণা তৈরি করেছি বেহুলার মাথায়। বৃষ্টি নেমেছে বনে,
বৃষ্টি নেমেছে পথে, বৃষ্টি নেমেছে ভরা নদীর সারা শরীর জুড়ে।
ভেসেছি, একদিন ভেসেছি বেহুলার সাথে
নদীর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে বন-নদী ছাড়িয়ে এসে চুপ করে
ঢুকে পড়েছি সভ্যদের অসভ্য দেশে। একদিন ভুল করে
ঢুকে পড়েছি শুঁড়িখানায়, পেশাদার মাতাল হয়ে সরাইখানা ভেবে
ঢুকে পড়েছি গণিকালয়ে। একদিন সংবিধান পড়েছি ফুটপাতে বসে,
একদিন লাল-নীল শালু ঢাকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছি সারাক্ষণ,
একদিন রাজ-পেয়াদা এসে মারতে মারতে মেরে ফেলেছে আমায়....

এক আকাশ সাঁতরে খোলা মাঠের ভিতর
বৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে আমার লাশ।
এক পৃথিবী পেরিয়ে মেঘের আড়ালে নোঙর করেছে বেহুলার ভেলা;
— আমি তখন হাঁটছি জারুলগাছের মাথা পেরিয়ে
— আমি তখন হাঁটছি এক নীহারিকার দিকে।
আমি তখন আঁকড়ে ধরেছি মেঘ,
আমি তখন আঁকড়ে ধরেছি ভাঙা মেঘ-কুটো।
আমার পায়ের তলায় তখন বৃষ্টি নেমেছে,
সেই বৃষ্টির ফোঁটার সাথে
আমি হাজার হয়ে ছড়িয়ে গেছি, ছড়িয়ে গেছি, ছড়িয়ে গেছি....।
বৃষ্টি নেমেছে বলে, বৃষ্টি নেমেছে পথে, বৃষ্টি নেমেছে
অজগরের লেজ থেকে মাথা।।

শুধু আপনাদের জন্য

আমিই সেই পুরুষ—
শহরের রাস্তায়, গ্রামের খেতে, পাহাড়ে জঙ্গলে
যাকে আপনি বোঝা কাঁধে নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখেন,
আমি সেই পুরুষ।

আমিই সেই পুরুষ
যাকে আপনি গল্প-কবিতা উপন্যাসে মহীয়সীদের পাশে দেখেছেন অহরহ
যাকে আপনি জেনেছেন ব্যভিচারী, লম্পট, মদ্যপ, কামুক;
যাকে আপনি ভেবেছেন স্বেচ্ছাচারী বলে;
যাকে আপনাকে বোঝানো হয়েছে নারী বিদ্বেষী, নির্যাতক হিসাবে—
আমিই সেই পুরুষ ।

আমিই সেই পুরুষ
মুখ থেকে মাতৃদুগ্ধের গন্ধ মেলানোর আগেই
বর্ণপরিচয়ের অক্ষরে যার মুখে ভাত হয়েছিল
আর তিন বছরের জন্মদিনের আগেই যাকে ধাক্কা মেরে পাঠানো হয়েছিল
ইঁদুর দৌড়ের মাঠে—
যার নরম মেরুদন্ডের উপর বস্তা ভরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল
একরাশ বইয়ের বোঝা
আর যার মস্তিষ্কের কোষগুলির চারদিক ঘিরে রাখা হয়েছিল
একাধিক পথপ্রদর্শক দিয়ে—
শৈশব থেকেই লড়াইয়ের লাঙল যার গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল
আমিই সেই পুরুষ।

আমিই সেই পুরুষ
যে অষ্টমীর সকালে প্রেমিকাকে নিয়ে একসাথে অঞ্জলি দিতে পারেনি
আমাকে সেই সময় ত্রি-মাত্রিক জ্যামিতির সমাধান করতে হয়েছিল
যাতে ভবিষ্যতে আপনাকে জড়োয়ার সেট কিনে দিতে পারি পুজোয়;
বিকেলের নরম আলোয় কোনদিন ঘাসে পা রাখতে পারিনি
আমার সেই সময়টা কিনে নিয়েছিল আপনাদের নগ্ন প্রত্যাশা!
সেটাও আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল
তাও আপনার জন্য।

আমিই সেই পুরুষ
যাকে আপনি বেলচা কাঁধে দেখেছেন পাথর খাদানে,
যার কফিন-বন্দী-লাশের লড়াইয়ের গল্প
আপনি শুনেছেন সীমান্ত - সংঘর্ষের সময়,

আপনি যাকে আন্দোলন করতে দেখেছেন বন্ধ-কারখানার গেটে,
—আর এ সবকিছুকেই স্বাভাবিক আখ্যা দিয়ে
আপনি বালিশ বুকে চেপে কেঁদে ভাসিয়েছেন
আপনার উপন্যাসের নায়িকার জন্য।

আমিই সেই পুরুষ
যে দিনের শেষে ঝুঁকে পড়া দেহটাকে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে বাড়িতে
আর তারপরই আপনার দিবানিদ্রার ক্লান্তি কাটাতে
আপনাকে নিয়ে গেছে গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়ায়, ঝলমলে রেস্তোরায়।

আমিই সেই সাবালক শিশু
যার জন্মমুহূর্তে দূর নীহারিকায় এক ফেটে যাওয়া নক্ষত্রের বুক চিরে
একই সাথে যে আলোর বিন্দু যাত্রা করেছিল পৃথিবীর দিকে
অর্ধশতাব্দী পর সে আজ প্রতিফলিত রশ্মি হয়ে মিলিয়ে গেছে কোথাও—
আমি আজও সাতরঙের সমষ্টি-পক্ক-কেশ মাথায় নিয়ে
ছুটে চলেছি বৃত্তপথে, ছুটে চলেছি, ছুটে চলেছি—
সে শুধু আপনারই জন্য।

যদি বিশ্বাস না হয়
জিজ্ঞাসা করুন ভিসুভিয়াসের গলন্ত লাভাকে
আপনাদেরই সমালোচনায় কোন একদিন হয়তো
ফেটে গিয়েছিল তার জ্বালামুখ,
যদি বিশ্বাস না হয়
জিজ্ঞাসা করুন সেইসব কবিদের
যারা আপনাদের গাঁজার কলকের মত হিলহিলে শরীরের সাধক
যাদের গল্প-উপন্যাস-কাব্যে আমি এক বিষাক্ত বাইপ্রোডাক্ট।

আমিই সেই পুরুষ
যে আপনারই খন্ড-বিখন্ড দেহটাকে কাঁধে নিয়ে
প্রলয়নৃত্যে ত্রিভুবনে কাঁপন ধরিয়েছিল অসহ্য ক্রোধে—
সে শুধু আপনারই জন্য
সে শুধু আপনাদের জন্য।।

যেমন সত্য....

ঈশ্বরের বিধবাকে একমুঠো চাল ভিক্ষা দিয়েছি
কেননা মানুষ আমি;
তাই হইলোক চিনবার আগেই বুঝতে শিখেছি
চক্রান্ত, নির্বাচন আর স্বর্গীয় রাজনীতির তীব্র ঋতুগন্ধ !
ফ্ল্যাশব্যাকে অনাথ দেবশিশুকে নিয়ে সমকামী অসুখের উল্লাস।
আর এটাই সত্য—
যেমন সত্য সহবাস, সংবিধান আর নিমজ্জিত ঈশ্বর—

মধ্যরাতের কোলাজ

স্বপ্ন শাসিত মধ্যরাতে ফুটপাত শিশুর পাশে নৈশ পায়চারি

হাসপাতালে প্রসূতির পেটে দ্রবীভূত ঘুমের ছায়ায় ভ্রূণের মোচড়।

শুধু এইটুকু,
তারপর স্বপ্ন শুঁয়োপোকা সবুজ ডাইনি হয়ে ওড়ে
ফুটপাত থেকে মাতালের গলি
তীর্থক্ষেত্র থেকে বেশ্যাবিদ্ধ রাতের শহরে।
উদোম শিশুর নিষ্পাপ স্বপ্নের পিছে পিছে
অপুষ্ট কুকুর ছানা খেলা করে, কোলে ওঠে, গাল চাটে।
ক্ষিদের নিম্‌বাস ঘিরে ফেলে পূর্ণিমার গদ্যময় চাঁদ—
‘শুধু রুটি দাত্ত, শুধু রুটি’ ।

মধ্যরাতে ফুটপাতে মুখ থেকে অসহায় শিবের লিঙ্গ।।

বৃষ্টি ভেজা চাল

এমন দিনে ভিক্ষের গান গাওয়া
এমন দিনে পাত্র ভরেনি কারো
এমন দিনে বৃষ্টি মাথায় করে
এমন দিনে শূন্য কড়াই ভেজা উনোনের পরে
এমন দিনে শেষ বাজারের সব্জি কুড়োতে পারো?
এমন দিনে উত্তরে দিলে হাওয়া
তুমি কি গায়েতে ছেঁড়া কম্বল টানো!

এমন দিনে ঝিম্-ধরা চোখ বোজা
পলিথিন শিটে বৃষ্টির করতাল
আট-ফুট বাই আট-ফুট মাথা গোঁজা
এমন দিনে গঙ্গার ঘাটে পয়সা কুড়োতে পারো?
এমন দিনে বৃষ্টির ভেজা চাল
তুমি কি ঘরেতে আনো!

এমন দিনে ফেলে আসা আটচালা
এমন দিনে দুধ ভরা জামবাটি
এমন দিনে পেতেছি দাওয়ায় গরম ভাতের থালা
এমন দিনে বুকের ভিতরে ভেজা দেশলাই কাঠি
তুমি কি জ্বালাতে পারো?

কেষ্ট বলে ডাকে সবাই

সেই খেলা, সেই চুরি,
সেই কাপড় কাঁচুলি নিয়ে কদমগাছে পা দোলানো,
বলত সবাই গোপিনিদের ডেকে,
কৃষ্ণ ছেলেমানুষ, দাও না ওকে গা দেখিয়ে
দিয়ে দেবে শাড়ি।
—আহা, আমি যদি কৃষ্ণ হতাম!

কেষ্ট বলে ডাকে সবাই
কৃষ্ণ হব বলে
দুপুরবেলা চিলেকোঠার জানলাটুকু খুলে
কলতলাতে অনুবৌদি গায়ে সাবান মাখে
আমি সদ্য তখন কাটছি দাড়ি পনেরো-ষোলের ফাঁকে

দু-মাস বাদে বন্ধ কারখানা;
গেটের মুখে মঞ্চ বাঁধা নেতার মুখে বুলি
আন্দোলনের মৌ-এর চাকে বুকে নিয়ে গুলি
বাবা আমার হারিয়ে গেল
আমি তখন পনেরো থেকে ষোলো।

কেষ্ট বলে ডাকে সবাই
মায়ের সাদা থান
বিকিয়ে গেছে তিন কাঠা সেই জমি
কুমারী বোনের মাথা ঘোরে যখন তখন বমি
সেই পয়সায় কোনমতে চালসেদ্ধ পাতে
কাপড় তুলে হিজড়ে নাচে আন্দোলনের সাথে।

আমি যদি কৃষ্ণ হতাম বোনকে নিয়ে সোজা
কংস মামার বাড়ি গিয়ে
কোমর থেকে জামা তুলে বাঁশির জাগায় গোঁজা
মেশিনটাকে দেখিয়ে নিয়ে
বোনকে সোজা ঢুকিয়ে দিতাম কংস মামার জেলে।
কেষ্ট বলে ডাকে আমায়
চিলেকোঠায় ঘর
পাশের বাড়ির অনুবৌদি নাইছে যমুনায়
সেই চিলেকোঠা, সেই বাসুকি সেই কংসই থাক
শুধু শেষটুকু বদলাক
শুধু কেষ্ট বদলে যাক ।

তিনটে অন্ধ জেব্রা-ক্রসিং-এ
তিনটে অন্ধ গাইছিল গান
তিনটে অন্ধ রিড ছুঁয়ে খোঁজে
তিনটে অন্ধ দেখে সিগ্‌নাল

রাস্তা জ্যাম,
হারমোনিয়াম,
সুর কোথায়
বদলে যায়।

তিনটে অন্ধ গাইছিল গান
টাইম-ফেল-করা পাবলিক বাসে
তিনটে অন্ধ কাঁধে হাত ছুঁয়ে
তিনটে অন্ধ আটকে দিয়েছে

জমছে ভিড়,
দাঁত কিড়মিড়,
হাঁটছিল পরপর,
ব্যস্ত এই শহর।

তিনটে অন্ধ তিনটে রঙের
তিনটে অন্ধ গণতন্ত্রের
তিনটে অন্ধ পার্লামেন্টে
তিনটে অন্ধ গণতন্ত্র

তিনটে পাহারাদার,
খসে পড়া প্লাস্‌টার
কল্‌কেতে সুখ টান
স্বাধীনতা আর সংবিধান।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে

বিজ্ঞাপনের মেয়ে বলো কাটলো কেমন আজ,
বলো তোমার ব্যক্তিগত সন্ধ্যে থেকে ভোর
বলো তোমার টিভি চ্যানেল, ফ্যাশান প্যারেড বলো
বলো তোমার চুল থেকে নখ নিয়ন বাতির নিচে
রঙিন করে রেখেছিল এসপ্ল্যানেডের মোড়।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে, তোমার হারিয়ে যাওয়া গ্রাম
বলো তোমার মোড়লপাড়ার চৈত্র মাসের মেলা
বলো তোমার নিঝুম দুপুর কাজলা দিঘির পার
বলো তোমর স্কুলের পথে লুকিয়ে দেখা করা
বলো তোমার অলস বিকেল পুতুল নিয়ে খেলা।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে তোমার জীবন তোমার ইহজীবন
বলো কেমন বিকিয়ে গেছে বিকিকিনির হাটে
বলো কেমন শ্রাবণ-দুপুর জানলা খোলা রবিঠাকুর
বলো কেমন প্রথম প্রেম আর প্রথম ডুরে শাড়ি
বলো এসব কেমন হারিয়ে গেল সাত মহলা ফ্ল্যাটে।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে তোমায় ভালোবাসতে পারি
যদি উদোম গায়ে জড়াতে পারো ডুরে রঙিন শাড়ি।

কুমন্তর

কুমন্তরে সিদ্ধ বাতাস, ফিসফিসিয়ে চামড়া ওঠা কানের ফাঁকে ফাঁকে,
বুদ্ধু যত ইঁদুরগুলো ছুটছে সবাই ভিনদেশি এক বাঁশিওয়ালার ডাকে।

অদ্ভুত সব রোদগুলো, ঘরের দেওয়াল পুবমুখো তার পলেস্তারায় উঁকি,
দেওয়াল থেকে ঝুলছে বাবা, ভোর দশটায় ঘুম ভাঙলেই সটান মুখোমুখি।

ফর্সা থাইয়ের মেয়েগুলো, রাস্তা থেকে চলন্ত সব গলন্ত যৌবন,
রকের থেকে হাল্কা সিটি, জিন্স-জ্যাকেটে মোড়ের মাথায় অমিতাভ বচ্চন

দাঁড়িয়ে থাকুক। দাঁড়িয়ে থাকুক জ্বলুক বিড়ি জমুক বুকে হলদে রঙের কাশি,
পয়দা হয়েই ইঁদুরগুলো ছুটুক মরে রেসের মাঠে শুনুক কানে ভিনদেশি এক বাঁশি।

কুমন্তরে ব্যস্ত বাতাস, সন্ধ্যাবেলা সঙ্গী দু-পেগ সঙ্গে বেকারভাতা
কাল দুপুরে হেবিব মিটিং ধর্মতলায় মুখে স্লোগান, হলদে বায়োডাটা

ঝুলুক বুকে। ঝুলুক বুকে উল্টোমুখে গোলাপডালে ছোট্ট পরিবার,
সমাজসেবি ট্র ামের গায়ে পদ্যে লেখা দু-চার ক থায় কন্ডোম কালচার।

কু মন্তরে সিদ্ধ বাতাস দু-কান কে টে রাস্তার মাঝ খানে,
বুদ্ধু যত ইঁদুরগুলো ছুটছে সবাই ভিনদেশি এক বাঁশিওয়ালার টানে।

খোঁজ

আকাশে জাল ছুঁড়ে ডুবন্ত পাখি
রুমালের ভাঁজে রাখা শ্রান্ত কিছু ঘাম
একফালি কার্নিসে রোদ্দুরে রাখি
বুদবুদে ভিজে যাওয়া কবিতার ঘাম।

কলমের ধমনীর সমুদ্র রেখে
ফুল-নদী-ভালোবাসা শব্দ জখম
নামহীন কবিদের ভিড়ে মিশে থেকে
কবিতায় মরে যাবে অচেনা গৌতম।